পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক ঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা

৩০শে পৌষ ১৩৮৮ বাংলা ॥ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইং ॥ ১৯শে রবিউল আউয়াল ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫ ০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জানুয়ারী ১৯৮২

৩৫শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা আলে ইমরান (২০তম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'বরকতের নিদর্শন'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	৫
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	৬
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী—৭	আবদুল লতিফ খান	১১
* পিয়ারে ইসলাম কি' পিয়ারি বাতেঁ	এশায়াত বিভাগ, মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ	১৩
* সংবাদ		১৪

জলসা সীরাতুন নবী (সাঃ

ইনসানে কামেল, মোহ্‌সনে আ'যম, তাজুল মুরসালীন, খাতামুন নবীয়্যীন, হযরত আহমদে মুজ্‌তবা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোবারক জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল সংলগ্নে ৮ই জানুয়ারী বাদ নামায জুমআ আহমদীয়া মসজীদ দারুত তবলীগে সীরাতুন নবীর অসাধারণ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জনাব মকবুল আহমদ খাঁ সাহেব। অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয় কালামে পাকের মাধ্যমে, যাহা মৌঃ মুনাওয়ার আলী সাহেব পাঠ করেন। অতঃপর আঁ হযরত (সাঃ) এর অতীব গুরুত্ব পূর্ণ জীবনী তাঁহার পূত পবিত্র আদর্শ এবং পূর্ণ জীবন বিধানের বিভিন্ন দিকের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুস্তফা আলী সাহেব এম, এস-সি, প্রফেসর হাবিবুল্লাহ সাহেব, ওবায়দুর রহমান সাহেব এম, এ, বি. এম, এ সাত্তার সাহেব এবং সবশেষে জ্ঞানগর্ভ ও করুণ ভাষণ দান করেন জনাব সভাপতি সাহেব। ইতিমধ্যে শ্রোতামণ্ডলীদের খিদমতে মিষ্টি পরিবেশন করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে ৪ ঘটিকায় এই পবিত্র মহফিল সমাপ্ত হয়। অন্যান্য জমাআতের নিকটও যথাযোগ্য ভাবে সীরাতুন নবী জলসার আয়োজন করার ও অত্র অফিসে উহার কার্য-বিবরণী প্রেরণ করার অনুরোধ করা যাইতেছে। নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা জমআত হইতে এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট অত্র অফিসে পৌঁছিয়াছে, পরবর্তী সংখ্যায় যথা সম্ভব উহার উল্লেখ করা হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده ونصلي على رسوله الكريم . وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

৩০শে পৌষ, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইং : ১৫ই সোলাহ্ ১৩৬১ হিঃ শামসী

সূরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১১)

৪র্থ পারা ১৮ রুকু

১৯১। নিশ্চয় আসমান সমূহ ও যমীনের সৃজনে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

১৯২। (তাহারা বুদ্ধিমান) যাহারা দাঁড়াইয়াও বসিয়া এবং পার্শ্বদেশে (শুইয়া) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আসমান সমূহও যমীনের সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), হে আমাদের রব্ব! তুমি (এইরূপ উদ্দেশ্য বিহীন কার্য হইতে) পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর (এবং আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্যবিহীন হইতে দিওনা)।

১৯৩। হে আমাদের রব্ব! যাহাকে তুমি আগুনে দাখিল কর, তাহাকে অবশ্যই তুমি লাঞ্ছিত করিয়াছ, বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

১৯৪। হে আমাদের রব্ব! যাহাকে তুমি আগুনে দাখিল কর, তাহাকে অবশ্যই তুমি লাঞ্ছিত করিয়াছ বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

১৯৪। হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, (হে মানবজাতি!) তোমরা তোমাদের রব্বের উপর ঈমান আন, সুতরাং তদনুযায়ী আমরা ঈমান আনিলাম, অতএব হে আমাদের রব্ব! আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমাদের দোষ সমূহ আমাদিগ হইতে স্খলন করিয়া দাও এবং আমাদিগকে নেকবান্দাগণের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দান কর।

১৯৫। এবং হে আমাদের রব্ব! তুমি তোমার রসুলগণের মাধ্যমে আমাদের সহিত যাহা (দান করিবার) অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আমাদিগকে দান কর এবং কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, নিশ্চয় তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

১৯৬। অতঃপর তাহাদের রব্ব (এই বলিয়া) তাহাদিগকে (আহাদের প্রার্থনার) উত্তর দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন কর্মীর, পুরুষ হউক বা নারীর কর্মকে আমি নষ্ট করিব না, (সম্পর্কে) তোমরা একে অপর হইতে, সুতরাং যাহারা (ঈমানের জন্য) হিজরত করিয়াছে এবং যাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিস্কার করা হইয়াছে এবং যাহারা আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহিত হইয়াছে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে ঢাকিয়া দিব এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, এই পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (তাহাদের কার্যের) প্রতিদান স্বরূপ হইবে; এবং আল্লাহ্ তিনিই যাহার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার আছে।

১৯৭। যাহারা কাফের, দেশে (স্বাধীনভাবে) তাহাদের ঘুরাফিরা করা তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে।

১৯৮। (ইহা) ক্ষণস্থায়ী ফায়দা, ইহার পর তাহাদের ঠিকানা জাহান্নম হইবে। এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।

১৯৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করে তাহাদের জন্য জান্নাত সমূহ আছে, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে, (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অতিথা স্বরূপ, এবং যাহা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে, তাহা নেককার লোকদের জন্য আরো উত্তম।

২০০। এবং আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র উপর, এবং যাহা তোমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে। উহার উপর, এবং যাহা তোমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর. এবং যাহা তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়াবনত হইয়া ঈমান আনে, এবং আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহের বিনিময়ে আল্পমূল্য (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ) গ্রহণ করে না; বস্তুতঃ ইহারা এমন লোক, যাহাদের কর্মের পুরস্কার তাহাদের রব্বের নিকট (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতিতৎপর।

২০১। হে ঈমানদারগণ! সবুর কর, এবং সবুরে (শত্রুগণের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ-২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দুইটি 'নেয়ামৎ' এমন যে ইহাদের কদর (সম্মান ও যত্ন) না করিয়া অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক, স্বাস্থ্য দুই স্বচ্ছলতা,।"

[বুখারী, 'কিতাবুর-রিকাক; ২:৯৯; 'তিরমিযি; ২:৫৪ পৃঃ]

২। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে হযরত জেব্রীল (আঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন: মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি অসুস্থ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আমি অসুস্থ।" ইহাতে হযরত জেব্রীল এই দোয়া করিলেন:

আল্লাহ্তায়ালার নাম লইয়া আমি আপনার উপর ফুঁ দিতেছি (দম করিতেছি)। তিনি আপনাকে এমন সব বিষয় হইতে নিরাপদ রাখুন যাহা ক্ষতিকর। তিনি এমন সব জিনিস হইতে আপনাকে রক্ষা করুন, যাহা দুঃখ দিতে পারে। তিনি প্রত্যেক কুজনের অপকারিতা হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। প্রত্যেক ঈর্ষা পরায়ণ হিংসুকের কুদৃষ্টি হইতে আপনাকে হিফাজত করুন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে আরোগ্য দিন। আল্লাহ্তায়ালার নাম লইয়া আমি আপনার উপর ফুঁ দিতেছি (দম করিতেছি)" [মুসলিম; কিতাবুস-সালাম; ১-২ ১৩ পৃঃ)

৩। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের কেহ কোন রোগের কারণে মৃত্যু কামনা করিবে না। যদি সে একান্তই সহিতে না পারে এবং এই সম্পর্কে কোনো দোওয়া করিতে চায় তবে এইরূপ দোওয়া করিবে;

'আল্লাহ্ আমার, তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যে পর্যন্ত জীবন ধারন আমার জন্য উত্তম এবং আমাকে মৃত্যু দেও, যদি মৃত্যু আমার জন্য ভাল'।

('মুসলিম; কিতাবুল যিকির, 'বাবু কেরাহিয়াতুল মাওতে ২-২: ২২৫ পৃঃ)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন যে একবার হযরত উমর রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু সিরিয়া যাত্রা করেন। যখন তিনি 'সরগ' নামক স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন সৈন্য প্রধানগণ, হযরত আবু ওবায়দা এবং তাঁহার অন্য সাথীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থে উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে, সিরিয়া দেশে মহামারি দেখা দিয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন. "হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলিলেন: বুজুর্গ, প্রবীণ মুহাজের সাহাবাগণকে ডাকিয়া আন'। আমি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। বলিলে যে সিরিয়ায় মহামারি উপস্থিত। এখন কি করা উচিৎ? তিনি সেখানে যাইবেন? না এখান হইতেই ফিরিয়া যাইবেন।'

সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে মতানৈক্য হইল কেহ কেহ বলিলেন: আপনি এক উদ্দেশ্য লইয়া মদিনা হইতে আসিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য পুরা না করিয়া আপনার চলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। কেহ কেহ বলিলেন: আপনার সাথে বাছা বাছা ব্যক্তিগণ আছেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয় এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।' মহামারির এলাকায় তাঁহাদিগকে লইয়া আপনার যাওয়া সমচীন নয়। কোন বিপদ ঘটিতে পারে। মুহাজেরগণের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণের পর হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন: আনসারগণকে ডাকিয়া আন। আমি আসারগণকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারাও মুহাজেরগণের ন্যায় মতভেদ প্রকাশ করিলেন। আনসারগণের সংগে পরামর্শের পর হযরত উমর (রাঃ) আমাকে ফরমাইলেন: কুরাইশ সর্দারগণের মধ্যে যাহারা এখানে আছেন তাঁহাদিগকে আন। যখন তাঁহারা আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন তাঁহারা একবাক্যে অভিমত পেশ করিলেন: ইহাই সমীচীন যে, আপনি আপনার সাথীগণকে লইয়া ফিরিয়া যান এবং মহামারির এলাকায় প্রবেশ না করেন। হযরত উমর (রাঃ) ঘোষণা করিলেন যে, পর দিন সকালে তিনি প্রস্থান করিবেন। সব সাহাবা ভোরের সময় উপস্থিত হইলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাদিগকে ফরমাইলেন: "আপনারাও আমার সঙ্গে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হন" হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) তখন বলিলেন: "আপনি কি আল্লাহ্তায়ালার 'তকদীর' (নিয়তি) হইতে পলায়ন করিতেছেন?" হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন: আবু উবায়দাহ! (রাঃ) অন্য কেহ একথা বলিত! আপনার মুখে ইহা শুনিব, আশা করি নাই।" প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ)-র মতভেদ পছন্দ করিতেন না এবং তাঁহার অভিমতকে বড়ই গুরুত্ব দিতেন। যাহা হউক, হযরত উমর রাঃ ফরমাইলেন: আমরা আল্লাহ্তায়ালার তকদীর হইতে পালাইয়া আল্লাহ্তায়ালার তকদীরের দিকেই যাইতেছি। ধরুন, আপনাদের উট এমন কোন উপত্যকায় পৌঁছিল, যাহার দুই ঘাটি। একটি 'সবুজ' ঘাসপাতায়, গাছগাছড়ায় পূর্ণ। অন্যটি শুষ্ক। উহাতে পানি বা ঘাস ও লতাপাতা কিছুই নাই। আপনারা আল্লাহ্-তায়ালার 'তকদীর' নিয়তি অনুযায়ী আপনাদের উট সবুজ উপত্যাকাংশে চরাইবেন, না ঘাস-পানি শূন্য অংশে?" হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন যে, ইতিমধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-ও উপস্থিত হইলেন। তিনি কোনো কাজে গিয়াছিলেন। পরামর্শের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এই সব কথা-বার্তা শুনিয়া বলিলেন: 'এ সম্বন্ধে আমার সঠিক পন্থার জ্ঞান আছে। আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনিয়াছি। তিনি ফরমাইতেন: 'যখন তোমরা জানিতে পার যে, কোন এলাকায় মহামারি আছে, তখন সেখানে যাইবে না।" এবং যদি ঐ এলাকায় মহামারি উপস্থিত হয়, যেখানে তোমরা থাক, তবে সেখান হইতে পালাইয়া অন্য কোন স্থানে যাইবে না হযরত উমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিলেন যে তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পরামর্শ ও মীমাংসার পর তিনি মদিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

('মুসলিম; 'কিতাবুস-সালাম, ২-২:২৭ পৃঃ) ক্রশমঃ

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

—এ এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম
মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

বরকতের নিদর্শন

হুজুর (আঃ) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"আমার নিকট কস্তুরীর একটি শিশি আছে, যাহা হইতে প্রত্যহ আমি খাই। আল্লাহ্-তায়ালা যখন কোন বস্তুর প্রবাহ বিলুপ্ত করিতে না চাহেন, তখন যেরূপে তিনি ইচ্ছা করেন উহাতে বরকত দিয়া দেন। আমি আমার পরিবারকে বলিলাম যে আন ঐ শিশিটি আমি উহাতে বরকত দিয়া দিই ; সুতরাং আমি উহাতে ফুঁক দিয়াদিলাম। ডাক আনার সময় ফযল ইলাহী একটি শিশি আনিল। আমি মনে করিলাম যে ইহা কোন ঔষধ, এইজন্য রাখিয়া দিলাম। কিন্তু ফজরের সময় যখন উহা আমি খুলিয়া দেখিলাম, উহাতে কস্তুরী ছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কে পাঠাইল ? সে উত্তরে বলিল কাগজটি হারাইয়া গিয়াছে। সেই শিশির উপর প্রেরকের নামও ছিল না। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালা বরকতের নমুনা দান করিয়াছেন। আমি ঘরে ফুঁক মারিলাম এবং দ্বিতীয় দিন সেই শিশি উপস্থিত হইয়া গেল। ইহা খোদার আশ্চার্য কাম যাহা আজকাল প্রকাশ পাইতছে।

(আল-হাকাম ৬ষ্ঠ খঃ ১৭ই সেপ্টঃ ১৯০২ইং)

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক**

জুমার খোৎবা

১০-এর পাতার পর

একান্ত কর্তব্য, যেন আমরা জাতির চরিত্রকে শুদ্ধ ও সুন্দর করি, নিজেদের সন্তান সন্ততির চরিত্রকে শুদ্ধ ও সুন্দর করি। এবং তাহারা যেন তাহাদের সন্তান-সন্ততির চরিত্রকে শুদ্ধ ও সুন্দর করিতে চলিয়া যায় এমন কি এই চরিত্র গুণগুলি সম্পূর্ণ ধরা পৃষ্ঠে প্রচলিত ও প্রবর্তিত হইয়া পড়ে। এবং যখন আহমদীয়ত বিজয় লাভ করিবে তখন জগৎ যেন সংশোধন ও সংগঠনের দায়িত্বভার আহমদীয়তের হাতে সঁপিয়া দেয় এবং আহমদীয়ত জগতের চরিত্রকে এমনভাবে শুদ্ধ ও সুন্দর করিয়া তুলে যাহাতে আকাশে বাতাসে এই ধ্বনি প্রতি ধ্বনিত হয় যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পুনরায় শয়তানকে পরাস্ত করিতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন।

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আঃ আজিজ সাদেক** সদর মুরুব্বী

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)

(১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ইং কাদিয়ানে প্রদত্ত)

কোন বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীকে আহমদীয়া জামাতে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জামাতে আহমদীয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সততা ও দেয়ানৎদারীর প্রসঙ্গে হুজুর খোৎবা জারী রাখিতে গিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

মোটের উপর, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জামাতের মধ্যে এমন তাকওয়া সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যে প্রাথমিককালে ঘোর শত্রুও ইহা স্বীকার করিত যে যদি আহমদী কোন বিষয় সাক্ষ্য দান করে তাহা হইলে আমরা মানিয়া লইব কারণ আমরা জানি যে সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না; যদি আমরা আহমদীর নিকট আমানত রাখি তাহা হইলে উহা কখনও নষ্ট হইবে না কারণ আমরা জানি যে সে কখনও খেয়ানৎ করিবে না।

দিল্লীর একটি সুখ্যাত বংশ আছে যাহারা ইউনানী ও দেশী চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণতা অর্জন করিয়া বহু সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু সত্য কথা এই যে তাহারা তাহাদের শহরে চিকিৎসাবিদ্যায় এত সম্মান অর্জন করেন নাই যত সম্মান তাহারা দেয়ানৎদারীর বদৌলত অর্জন করিয়াছেন। হেকীম আজমল খাঁ সাহেবও এই বংশেরই একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। এই বংশটি দেয়ানৎদারীর ব্যাপারে এত সুনাম অর্জন করিয়াছিল যে সিপাহী বিদ্রোহীতার সময় (১৮৫৫-৫৭ ইং সনে) যখন ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইল তখন লোক সেখান থেকে পলায়ন করিল। লোকে তো ইহাই বলে যে ইংরেজরা কোন যুলুম করে নাই, কিন্তু প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, সেই সময় ইংরেজ সৈন্যদল লুটপাট ও নরহত্যা করিতে কোন ত্রুটি করে নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ভারতবাসীরা প্রথমে তাহাদের সঙ্গে অসংব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের উপর যুলুম করিয়াছে; যাহার প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্বক ইংরেজরা নানা জাতীয় নির্যাতন করে। তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইল, এবং শক্ত প্রতিশোধ লইল। আমরা নিজে শুনিয়াছি, অপর মানুষ হইতে নহে, বরং আমাদের মরহুমা নানী আমাদিগকে শুনাইতেন যে, আমার বয়স তখন আট নয় বৎসর ছিল; আমাদের চোখের সামনে সীপাহীরা আমাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; সেই ঘরে দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ পীড়িত আমাদের পিতা শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ সময় বাড়ী হইতে বাহিরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না এবং তিনি বাহিরে যানও নাই। এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, এই ব্যক্তিও বিদ্রোহীতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তখন সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। আমরা ইহাও শুনিয়াছিল যে, কিছু সংখ্যক শিশুকে তাহাদের মায়ের সামনে বল্লম মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে। ইহাও ঠিক যে প্রথমে ভারতবাসীরাও ইংরেজদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু ইহার মোকাবেলায় যে ইংরেজরা মহব্বত ও ভালবাসার আসর জমাইয়াছিল

ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ইংরেজ সৈন্যদল ইহার মোকাবেলায় এমন এমন যুলুম করিয়াছে যাহার ঘটনাবলী শুনিলে শরীর শিহরীয়া উঠে, এবং পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। লোকদিগকে অবাধে হত্যা করা হইয়াছে, প্রকাশ্যে ঘর-বাড়ী লুটপাট করা হইয়াছে। সিপাহীগণ বিনা বাধায় গৃহে প্রবেশ করিত এবং তাহারা পর্দানেশীন মহিলাদের মান-সম্মান ক্ষুন্ন করিত। এই জন্য লোকসকল নিজেদের মহিলাও শিশু সন্তানদিগকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল, যাহাতে তাহারা কোনরূপে শহরের বাহিরে গ্রামে পৌঁছিতে পারে এবং আত্মগোপন করিতে পারে। ঠিক সেই সময় হেকীমদের এই বংশ, যাহারা দেয়ানৎদারীর জন্য সমস্ত অঞ্চলে সুখ্যাত ছিল, তাহাদের বুজুর্গ তখন পাটিয়ালার মহারাজার চিকিৎসক ছিলেন, যেহেতু পাটিয়ালার মহারাজা ইংরেজদের পক্ষে এবং সংগে ছিলেন এই জন্য তিনি এই দাবী জানাইলেন হে হেকীম সাহেব আমাদের চিকিৎসক, তাঁহার জন্য আমাদের অন্তরে অগাধ সম্মান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার বাড়ীতে যেন লুটপাট না করা হয়। এদিকে পাটিয়ালার সৈন্য তাঁহার বাড়ীর পাহারার জন্য নিয়োজিত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সময় যাহারা শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহারা তাঁহার বাড়ীর দরজার সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিত এবং নিজেদের অলঙ্কারাদিও টাকাকড়ির পোঁটলা-পুঁটলি তাঁহার দরজার ভিতরে ফেলিয়াদিত। শত শত এমন লোক ছিল যাহারা দশ দশ বৎসর পর নিজেদের অলঙ্কারাদিও টাকাকড়ির পোঁটলা পুটলি তাঁহার নিকট হইতে ফেরৎ পাইয়াছে। সে সকল পোঁটলির কোন সাক্ষী ছিল না, সে সকল পোঁটলি কাহারও হাতে দেওয়া হয় নাই, সেইগুলি দশ বৎসর পরও তাহারা সেই অবস্থাই পাইয়াছে। এই প্রকারের দেয়ানৎদারীই বস্তুতঃ লোকের অন্তরে অগাধ মহব্বত সঞ্চয় করে। বর্তমান যুগে এই বংশের জন্য লোকের অন্তরে যে সম্মানও মর্যাদা আছে এবং এই বংশের জন্য যে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি লোকের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছে, ইহা শুধু এই কারণেই নহে যে তাহারা পারদর্শী হেকীম, বরং তাহাদের এই মান সম্মান এবং শ্রদ্ধা ভক্তি এই কারণেও সঞ্চিত হইয়াছে যে এক সময়ে এই বংশে দেয়ানৎদারীর উৎকৃষ্টতম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। অতএব এই বংশ দেয়ানৎদারীর যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহার দরুন এই বংশের সম্মান ও মহত্ব কমপক্ষে পৌত্র পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ থাকিবে কেহ ইউনানী চিকিৎসাপ্রণালীর বিরুদ্ধবাদীই হউক না কেন এবং কেহ ডাক্তারী নিয়মেই চিকিৎসা করাক না কেন কিন্তু দিল্লীর কোন অধিবাসী এই বংশকে মহত্ব প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিবে না, কেন না সে এই বংশের দেয়ানৎদারী ও ভদ্রতার হাল হকিকত শুনিয়াছে। কিছুকাল পরে পুনরায় মন্দতা সৃষ্টি হইয়া যায় এবং লোক ভুলিয়া যায়, ইহা স্বতন্ত্র বিষয় এই প্রভাব কমপক্ষে তাহাদের পৌত্র পর্যন্ত তো যাইবে।

সুতরাং সত্যতা ও দেয়ানৎদারী এমন গুণ বিশেষ, যে ইহা ব্যতিরেকে কোন জাতির প্রভাব ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। মুসলমানদের মধ্যে দেয়ানৎ ও আমানৎদারী এবং কথা দিয়া উহা পালন করার আদর্শ এত চমৎকার ছিল যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। হযরত

উমর (রাঃ)-এর যুগে হত্যার একটি মোকদ্দমা উপস্থাপিত হইল, হত্যাকারীকে মৃত্যুর শাস্তি শুনানো হইল। তাহাকে মৃত্যুর শাস্তি দিতে গেলে সে বলিল, আমার নিকট এতীমদের আমানৎ আছে, আমি মারা গেলে সেই এতীমগুলি যাহাদের আমানৎ আমার নিকট রাখা আছে, সারা জীবন ভুকা মরিবে। আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক অনুমতি দান করা হউক, যাহাতে আমি তাহাদের আমানৎগুলি তাহাদিগকে সঁপিয়া আসি। সে ছিল একজন মরুবাসী। কাজী বলিল, তোমার কোন যামিন হওয়া চাই যে, তুমি সময়মত উপস্থিত হইবে। যদি তুমি না আস তাহা হইলে তাহাকে যেন আমরা পাকড়াও করিতে পারি। খুব সম্ভব উহা হযরত উমর (রাঃ)-এরই মজলিস ছিল। সেই ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকাইল, এবং তাহার দৃষ্টি হযরত আবুযার গাফ্‌ফারী (রাঃ) এর উপর নিবিষ্ট হইল, সে বলিল ইনি আমার যামিন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি এই ব্যক্তির যামানৎ দিতেছেন? তিনি বলিলেন হাঁ। অতএব ঐ ব্যক্তিকে তারিখ দেওয়া হইল, এবং সে চলিয়া গেল। যখন নির্ধারিত দিন আসিল তখন দাবীদারও উপস্থিত হইল, অন্যান্য লোকও সমবেত হইল। শাস্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট ছিল, উহা নিকট হইতে নিকটতর হইতেছিল কিন্তু সেই ব্যক্তির কোন পাত্তাই ছিল না। তখন সাহাবাকারাম ঘাবরাইয়া গেলেন যে একজন বিশেষ সৎ সাহাবী মারা যাইবেন, কারণ তিনি যামিন হইয়াছেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আবুযার! তুমি কি চিন, জান, সেই ব্যক্তি কে ছিল? এতদেরী হইয়া গেল সে এখন পর্যন্ত আসে নাই। তিনি উত্তরে বলিলেন আমি তো জানি না, সে ব্যক্তি কে ছিল? লোকে হয়রান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. যখন তুমি জানই না যে সে কে ছিল তখন তুমি তাহার যামানৎ কেন দিলে? আবুযার উত্তরে বলিলেন, সে যখন এতগুলি মানুষের মুখ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেবল আমাকে যামানতের জন্য বাছিয়া লইয়াছে, তখন আমি তাহার উপর অবিশ্বাস কিরূপে করিতে পারি? সে আমার উপর বিশ্বাস করিয়াছে, অতএব আমিও তাহার উপর বিশ্বাস করিয়াছি। সে যখন আমার সম্বন্ধে বুঝিল যে, এই সেই ব্যক্তি, যে একজন অচেনা বিদেশী মানুষের খাতিরে জান দিয়া দিবে, তখন আমি তাহার কথা কিরূপে রদ করিতে পারি? আমিও তাহাকে যামানৎ দিয়াদিলাম। যখন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল এবং লোকে বুঝিল যে এখন যামিনকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই, তখন সহসা তাহারা দেখে যে একজন আরোহী ঘোড়া দৌড়াইয়া এত দ্রুত গতিতে আসিতেছে যে উহার ধূলার দরুণ আরোহী দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা। সে নিকটতর হইতে লাগিল এবং জনসমাবেশের নিকট আসিয়া আরোহী ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। সে এতবেগে ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল যে যেমনই ভাবে সে ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া নামিল, ঘোড়াটি মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষনাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। সে ঐ ব্যক্তি ছিল যাহার মৃত্যুদণ্ডের জন্য ঐ দিন নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল যে আবুযার (রাঃ) এর জীবন রক্ষা হইল। কেহ ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মিয়া! তুমি ফেরৎ কিরূপে আসিলে? তোমার সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে তোমাকে এখানে কেহই চিনে

না, জানে না। আবুযার (রাঃ) ও যিনি তোমার যামানৎ দিয়া ছিলেন জানেন না যে তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ। রক্তুত্ব ও সম্পর্ক থাকিলে মনে অনুভূতি ও লজ্জা বোধ হয় যে ব্যতিক্রম করিলে একদিন অবশ্যই ধরা পড়িবে; কিন্তু তোমাকে তো কেহই জানে না; তুমি কিরূপে ফেরৎ চলিয়া আসিলে? সে বলিল, যেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি আমাকে জানেই না, তথাপি সে নিজের জীবনের কোন চিন্তা না করিয়া আমার খাতিরে যামানৎ দিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি এতই নির্লজ্জ যে তাঁহার জীবনের একটু চিন্তা করিব না এবং ফেরৎ আসিব না? তবে আমার আসিতে অবশ্য কিছু দেরী হইয়া গিয়াছে; এই জন্যই আমি আমার ঘোড়াকে এত দ্রুতগতিতে দৌড়াইয়া আসিলাম যে, আমি মোটেই পরোওয়া করি নাই, আমার ঘোড়া বাঁচিবে না মরিবে? যখন উভয় পক্ষের সততা ও ভদ্রতার এই অপূর্ব দৃশ্য দাবীদারগণ দেখিতে পাইলেন, তখন তাহারা আগে বাড়িয়া এই ঘোষণা করিল যে, আমরা রক্তপণ ক্ষমা করিলাম, আমরা প্রতিশোধ চাই না; তাহাকে মার্জনা করা হউক। এই ছিল তখনকার সেই ইসলামী সততা ও ভদ্রতা, সেই ঈমান ও সৌজন্য যাহা মুসলমানদের নাম গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে চিরস্মরণীয় সম্মান দান করিয়াছে। যাহারা এই নমুনা কায়েম করে, বস্তুতঃ তাহারা জাতির ভবিষ্যৎও ভাগ্যকে সমুজ্জল করে; কিন্তু যাহারা এই নমুনা প্রদর্শন করে না তাহারা প্রকৃতপক্ষে জাতির গলাচ্ছেদন করে।

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, লোকে হয়তো এই সন্দেহ পোষণ করিতেছে যে, জামাত কিরূপে উন্নতি করিবে? ধন-সম্পদ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু আমি এই সন্দেহ কখনও পোষণ করি না; আমি তো এই কথা জানি যে, ইহা খোদাতায়ালার কাজ এবং খোদাতা'লা তবলীগের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, অবশ্যই সরবরাহ করিবন। সুতরাং আমি ইহা আদৌ চিন্তা করি না যে মাল কোথা হইতে আসিবে? বরং আমি এই চিন্তা করি যে, জামাআতে কি এমন লোক পয়দা হইবে যাহারা পূর্ণ সততা ও দেয়ানৎদারীর সহিত সম্পদ ব্যবহার করিবে? আমি কোন সন্দেহই করি না যে, মাল কোথা হইতে আসিবে? মাল পাঠানো খোদার কাজ; এবং খোদা এই কাজ অবশ্যই করিবেন; আমি তো এই ভয় করি যে, জমাআতে নিজ দায়িত্ব পালন করিবে কি না? কারণ মাল রক্ষা করার জন্য সত্যবাদী এবং দেয়ানৎদার লোকের প্রয়োজন, যাহারা সম্পদকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করিবে। আমি দেখিতেছি যে, আজকাল যখন আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে মাল বৃদ্ধি পাইতেছে, জামাতের মধ্যে এই কুষ্ঠ ব্যধির সৃষ্টি হইতেছে। এই পরম লাঞ্ছনাজনক ব্যধিতে আক্রান্তকারী কীট জামাতের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে। দেয়ানৎদারীর সেই মান মর্যাদা কোন ব্যক্তির মধ্যে এখন আর নাই যাহা পূর্বে ছিল; সেই মান নাই যাহা হওয়া উচিত ছিল, সেই মান নাই, যদ্বারা জাতির ভদ্রতা এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়, সেই মান নাই যাহার দরুন জাতি সমূহ উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। কোন কোন যুবকের হাতে, যাহারা জামাতের কর্মচারী, জামাতের টাকা আসিলে উহা জামাতের কাজে খরচ করার পরিবর্তে আত্মসাৎ করিতে

প্রয়াসী হয়; জমাআতের কর্মচারীদের মধ্যে কিছু এমন বিশ্বাসঘাতকের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে চাঁদা উসুলকারীদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে যাহারা পূর্ণ দেয়ানৎদারীর সহিত কর্তব্য পালন করে না। কাহারও বাড়ীর নিকট প্লেগ উপস্থিত হইলে অথবা তাহার ঘরে ঢুকিলে এবং তাহার কোন প্রিয়জন প্লেগে আক্রান্ত হইলে যতটুকু ভয়-সন্ত্রাস এবং মহা বিপদ অনুভব হইতে পারে, উহা হইতে শত সহস্র গুণ অধিক মহা বিপদ ও বিহ্বলতা এই লাঞ্ছনাজনক ব্যধি সম্পর্কে হওয়া উচিত। ঐ প্লেগ তো ব্যক্তিকে অথবা একটি বাড়ীকে ধ্বংস করে কিন্তু এই প্লেগ গোটা জাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। যেরূপভাবে ঐ প্লেগের ইঁদুরকে উহার গর্তে ধ্বংস করা হয়, তদ্রূপই যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এই প্লেগের ইঁদুরকে উহার গর্তে আধ্যাত্মিক ভাবে ধ্বংস করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আশা রাখা যে, তোমরা এই মহা বিপদ ও পরম লাঞ্ছনাজনক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবে তোমরা উন্নতি করিবে এবং সফলকাম হইবে, কেবল একটি কাল্পনি কবিষয় মাত্র।

সুতরাং আমাদের জমাআতের মধ্যে এক ব্যক্তিও এমন থাকা উচিত নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে- এক ব্যক্তিও এমন থাকা উচিত নহে, যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে এই ব্যক্তি বদদেয়ানৎ। আমি ইহার উপর চিন্তা করিয়াছি এবং চিন্তা করার পর আমি এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে জমাআতে কোন বদদেয়ানৎ আছে তাহা হইলে এমন ব্যক্তিকে কখনও জমাআতে থাকিতে দেওয়া হইবে না। যাহার বদদেয়ানতি প্রমাণিত হইয়া যাইবে, তাহাকে জমাআত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করার দরুন তাহাকে ক্ষমা করা হয়, তথাপি তাহাকে জামাতের কাজে কখনও নিয়োগ করা হইবে না। যেরূপে কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, মিথ্যা অপবাদকারীর সাক্ষ্য যেন গ্রহণ না করা হয়; তদ্রূপই তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না; জামাআত তাহাকে অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই বিশ্বাস করিবে। এইরূপ হইতে পারে যে আমাদের রহম তাহাকে পুলিশের হাতে না সঁপিয়া তাহার বিচার জমাআতের মধ্যে করিতে পারে কিন্তু তাহার প্রতি রহম করার এই অর্থ হইতে পারে না যে জাতির ঘারে ছুরিকাঘাত করা হউক। যদি তাহার উপর আমাদের রহম তাহাকে পুলিশের হাতে সঁপিতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা হইলে জাতির উপর আমাদের রহম তাহাকে জমাআত হইতে বাহির করিতে কখনও নিবৃত্ত থাকিবে না!..... হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন, আমি আশা করি যে, জমাআতের প্রত্যেক ব্যক্তি মিথ্যা এবং বদদেয়ানতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে। যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা মিথ্যা ও বদদেয়ানতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে সাফল্যমণ্ডিত হইব ততক্ষণ পর্যন্ত জামাত কষ্টি পাথরে বিকশিত হইতে ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। জমাআত তখনই কষ্টি পাথরে প্রস্ফুটিত হইবে এবং কামালও পূর্ণতা অর্জন করিবে যখন সম্পূর্ণ জমাআত সততায় সুখ্যাতি অর্জন করিবে এবং সম্পূর্ণ জমাআত বদদেয়ানতি হইতে পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের

(বাকি অংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

মোমেন ও ক্রীতদাসগণের উপর মক্কার অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন

যে সকল ক্রীতদাস মহানবী (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোক ছিলেন ; যেমন বেলাল (রাঃ) নিগ্রো ছিলেন এবং সোহেব (রাঃ) গ্রীক ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীও ছিলেন ; যেমন জবর (রাঃ) সোহেব (রাঃ) খ্রীষ্টান ছিলেন এবং বেলাল (রাঃ) ও আম্মার (রাঃ) মুশরেক ছিলেন। বেল্লাল (রাঃ)-এর প্রভু তাঁহাকে উত্তপ্ত বালির উপর শয়ন করাইয়া তাঁহার উপর প্রস্তর রাখিয়া দিত ও যুবক দিগকে তাঁহার উপর লাফাইতে বলিত। নিগ্রো বেলাল (রাঃ) উমাইয়া-বিন-খালাফ নামে মক্কার এক সর্দারের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহকে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মক্কার বাহিরে লইয়া যাইত ও উত্তপ্ত বালির উপর বিবস্ত্র করিয়া শয়ন করাইত এবং বড় বড় প্রস্তর তাঁহাহর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিত, মক্কার দেবতা লাত ও উয্যার প্রশংসা কর এবং মুহম্মদ (সাঃ)-কে প্রত্যাখান কর।" উত্তরে বেলাল (রাঃ) বলিতেন, 'আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। বার বার বেলাল (রাঃ)-এর একই উত্তর শুনিয়া উমাইয়্যা ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িত এবং তাঁহার গলায় রশ্মি দিয়া তাঁহাকে দুষ্ট বালকদিগের নিকট অর্পন করিত এবং তাঁহাকে এই অবস্থায় মক্কার অলিতে গলিতে প্রস্তরের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে বলিত। ফলে বেলাল (রাঃ) এর দেহ রক্তে রঞ্জিত হইয়া যাইত। কিন্তু তবুও তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলিতে থাকিতেন। আল্লাহ্তায়ালা পরে যখন মুসলমানদিগকে মদিনায় নিরাপত্তা দান করিলেন এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে এবাদত করিতে সক্ষম হইলেন, তখন মহানবী (সাঃ) বেলাল (রাঃ) কে আযান দেওয়ার জন্য মনোনীত করিলেন। এই নিগ্রো ক্রীতদাস যখন আজানের মধ্যে আশাহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহু' এর পরিবর্তে 'আস্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিতেন তখন মদীনাবাসীগণ যাহারা বেলাল (রাঃ) সম্বন্ধে জানিতেন না তাঁহারা হাসিতে থাকিতেন। একদিন মহানবী (সাঃ) কয়েকজন মদীনাবাসীকে বেলাল (রাঃ)-এর আজান শুনিয়া হাসিতে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা বেলাল (রাঃ)-এর আজান শুনিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু তাল্লাহ্তায়ালা আরশের উপর তাঁহার আজান শুনিয়া খুশী হন।" তাঁহাদের খেয়াল তো শুধু এইদিকেই ছিল যে, বেলাল (রাঃ) "শিন" উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু শিন ও সিন এর উচ্চারণের মধ্যে এমন কি আসে যায় ? আল্লাহ্তায়ালা জানেন যে, যখন খালি গায়ে তাঁহাকে উত্তপ্ত বালিতে শয়ন করানো হইত এবং অত্যাচারীগণ তাঁহার বুকের উপর জুতা পায়ে লাফাইত এবং জিজ্ঞাসা করিত এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই ? তখন বেলাল (রাঃ) অস্পষ্ট ও অস্ফুট স্বরে 'আহাদ আহাদ'

বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার একত্ব ঘোষণা করিতেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ততা, তৌহিদের আকিদা ও তাঁহার অন্তরের দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। বস্তুতঃ বেলাল (রাঃ)-এর 'আস্‌হাদ্‌' বহু লোকের 'আশহাদ্‌' অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এই অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার মালিককে মুক্তিপন দিয়া তাঁহাকে আজাদ করেন। এই সকল ক্রীতদাসগণের মধ্যে সোহেব (রাঃ) নামে একজন ধনী ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি ব্যবসা করিতেন এবং মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি আজাদী লাভ করেন। কিন্তু সম্পদশালী হওয়া সত্বেও কুরাইশরা তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিত। মহানবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করিলে সোহেব (রাঃ) ও মদীনায় চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে অর্থ আপনি মক্কায় উপার্জন করিয়াছেন তাহা কিভাবে মক্কার বাহিরে লইয়া যাইবেন - আমরা আপনাকে মক্কা হইতে চলিয়া যাইতে দিব না। উত্তরে সোহেব (রাঃ) বলিলেন, "আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আপনারা কি আমাকে যাইতে দিবেন? ইহাতে তাহারা সম্মত হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত সহায় সম্পদ মক্কাবাসীগণের নিকট সমর্পন করিয়া শূন্য হাতে মদিনায় চলিয়া যান। এবং মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হন! মহানবী (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন সোহেব! (রাঃ) আপনার এই সওদা অন্যান্য সকল সওদা হইতে লাভজনক হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে আপনি পণ্যের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করিয়া থাকিতেন। কিন্তু এখন আপনি অর্থের বিনিময়ে ঈমান অর্জন করিয়াছেন ঃ

এই সকল ক্রীতদাসগণের মধ্যে অধিকাংশই অন্তরে ও বাহিরে সমান দৃঢ় ছিলেন। কিন্তু কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ দুর্বলতা প্রকাশ পাইত। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ) একদিন আম্মার (রাঃ) নামে একজন ক্রীতদাসের নিকট দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন যে, আম্মার (রাঃ) যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন এবং চোখের পানি মুছিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আম্মার (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ব্যাপার খুবই খারাপ। আমার মুখ হইতে আপনার বিরুদ্ধেও দেব-দেবীদের সমর্থনে কথা বাহির না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা আমাকে প্রহার করিতে ও অত্যাচার করিতে থাকে।" মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আপনি অন্তরে কি বিশ্বাস পোষণ করিতে ছিলেন? আম্মার (রাঃ) উত্তর দিলেন, "অন্তরে আমার ঈমান অটল ছিল।" তিনি বলিলেন "যদি আপনার অন্তর বিশ্বাসে পূর্ণ থাকে তবে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার দুর্বলতা ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

আম্মার (রাঃ) এর পিতা ইয়ামির ও মাতা সামইয়্যা (রাঃ) কেও অবিশ্বাসীগণ ভয়নাক অত্যাচার করিত। একদিন যখন তাঁহাদের উপর অত্যাচার করা হইতেছিল মহানবী (সাঃ) ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া

পড়িল। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ইয়াসির (রাঃ) এর পরিবার ধৈর্য্য ধারণ করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎবাণী অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণ হইল। ইয়াসির (রাঃ) অত্যাচারের ফলেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অবিশ্বাসীগণ তৃপ্ত হইলেন না। তাহারা তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী সামিইয়্যা (রাঃ) এর উপর অত্যাচার চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ আবুজেহেল একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উরুতে বর্শা নিক্ষেপ করে। ঐ বর্শা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া পেটে প্রবিষ্ট হয় এবং তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করেন!

যিন্নিরা (রাঃ) নাম্নী এক ক্রীতদাসী ছিলেন আবুজেহেল তাঁহাকে এত প্রহার করে যে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়।

আবু ফাকিহ (রাঃ) সফ্‌ওয়ান-বিন-উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রভু ও প্রভুর পরিবারবর্গ তাঁহাকে উত্তপ্ত মাটির উপর শোয়াইয়াদিত এবং তাঁহার বুকের উপর বড় বড় উত্তপ্ত প্রস্তর রাখিয়া দিত। ফলে তাঁহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িত। অন্যান্য ক্রীতদাস গণের উপরও একইভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত।

নিঃসন্দেহে এই সমস্ত অত্যাচার ও উৎপীড়ণ সহ্য করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। কিন্তু যাঁহাদের উপর এই অত্যাচার করা হইত তাঁহারা বাহ্যতঃ মানুষ হইলেও আত্মিক দিয়া তাঁহারা ফেরেশতা তুল্য ছিলেন। কোরআন শরীফ কেবল মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্তরও কর্ণেই নাযিল হইত না, আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের অন্তরেও আশ্বাসবাণী পাঠাইতেন। কখনও কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত না ইহার প্রথম দিকের গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়। যখন লোকেরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, যখন আত্মীয় স্বজন মুখ ফিরাইয়া লইল তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের অন্তরে বলিতেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, এবং এই সকল অত্যাচার তাঁহাদের জন্য আনন্দের কারণ হইয়া যাইত, গালিগালাজ দোয়ায় পরিণত হইত ও প্রস্তরে আঘাত মলমে পরিণত হইত। বিরুধীতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঈমানও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অত্যাচার ইহার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু আন্তরিকতাও অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করিল।

আবদুল লতিফ খান

শোক সংবাদ ও দোওয়ার আবেদন

আমার আম্মা মোসাম্মৎ ফাতিমা খাতুন পক্ষপাত রোগে আক্রান্ত হয় আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়সে গত ৩০।১২।৮১ তারিখে বিকাল পৌণে পাঁচটায় ভৈরবে ইন্তেকাল করেছেন! (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) ঐ দিন রাত সাড়ে দশটায় স্থানীয় গোরস্থানে বাদ নামাজে জানাজা তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিবার জন্য জামাতের সকলের নিকট আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

আবদুল লতিফ খান
প্রেসিডেন্ট ভৈরব আঞ্জুমানে আহমদীয়া
ও অধ্যাপক, হাজী আসমত কলেজ ভৈরব নরসিংহ।

আহমদী মুসলমান বালকদের জন্য

প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা

তৃতীয় পাঠ

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

দুনিয়ায় অনেক রাসুল আগমন করিয়াছেন। সবচেয়ে বড় রাসুল আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

কুরআন মজিদ

কুরআন মজিদ আল্লাহ্‌র ঐ কিতাব যাহা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। কুরআন মজীদ সারা দুনিয়ার হেদায়তের জন্য নাযিল হইয়াছে।

ঈমানের জন্য ছয়টি জরুরী বিষয়

১) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা ২) আল্লাহ্‌র ফেরেশতার উপর ঈমান আনা ৩) আল্লাহ্‌র সব কিতাবের উপর ঈমান আনা। আমাদের কিতাব কুরআন মজিদ সব চাইতে ভাল এবং সবচাইতে প্রিয় (কিতাব)।

৪) আল্লাহ্‌র রসুলের উপর ঈমান আনা। সবচাইতে বড় রাসুল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। ৫) আখেরাতের উপর ঈমান আনা। ৬) তকদীরে খায়ের ও শাররের উপর ঈমান আনা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক বিধানের উপর বিশ্বাস করা যে, সাধারন ভাবে ভাল কর্মের ফল ভাল এবং মন্দ কর্মের ফল মন্দ হইবে এবং আল্লাহ্‌ চাহিলে খাস বান্দাদের জন্য উহাতে পরিবর্তন করিতে সক্ষম আছেন।

চতুর্থ পাঠ

ইসলামের স্তম্ভের পাঁচটি জরুরী বিষয়

একজন মুসলমানের জন্য পাঁচটি বিষয় জরুরী।

১) কলেমা শাহাদত পাঠ করা আর এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসুল। ২) নামায পড়া।

দিন রাতে পাঁচটি নামায জরুরী। ফজর, যোহর, আসর, মাগরেব ও এ'শা। নামায কা'বা (আল্লাহ্‌র ঘর বায়তুল্লাহ) দিকে মুখ করিয়া পড়া হয়। কা'বা আরবের মক্কা শহরে অবস্থিত। যাহা বাংলাদেশের পশ্চিমদিকে। ৩) রোযা রাখা। রোযা একটি ইবাদত। ইহাতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন খানাপিনা নিষেধ।

৪) হজ্ব করা। সারা দুনিয়ার মুসলমান মক্কা যাইয়া হজ্ব পালন করে।

৫) যাকাত দেওয়া (ধনী লোকদের মালদার লোকদের জন্য মালের একটি অংশ গরীবদিগকে দেওয়া জরুরী যাহাকে যাকাত বলা হয়!

৮৯তম আন্তর্জাতিক জলসা রাবওয়ায় পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানাগিয়াছে যে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফযলে জমাআতে আহমদীয়ার ৮৯তম আন্তর্জাতিক বার্ষিক সালানা জলসা সুন্দর মৌসুম ও কবুলিয়তে দোয়া এবং নিদর্শনাবলীপূর্ণ মনোরম পরিবেশে পূর্বাপেক্ষা অধিক জাঁকজমকের সহিত রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে আমেরিকা আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের দুর দুরান্ত দেশ ও বিভিন্ন জাতি হইতে বিপুল সংখ্যায় ভাই ভগ্নীগণ যোগদান করিয়াছেন। এ বৎসর শ্রোতামণ্ডলীর সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক ছিল; আলহামদুলিল্লাহ আলা যালিক! এই জলসায় আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের আসন্ন বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জমাআতের বন্ধুগণের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ পূর্বক জমাআতের মহান নেতা খলিফাতুল মসীহ সালিস (আইঃ) জমাআতের জাতীয় পতাকায় চতুর্দশ কোণ বিশিষ্ট নক্ষত্র শামিল করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। জলসার বিবরণ আসিয়া পৌছিলে পাক্ষিকের পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হইবে ইনশাআল্লাহতায়ালা।

ঢাকা বিভাগীয় ইজতেমার বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল জেলা ও স্থানীয় কায়েদ সাহেবগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, মোহতারম জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের অনুমোদন ক্রমে আগামী ৫, ৬, ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ রোজ শুক্র শনি, ও রবিবার ঢাকা বিভাগীয় ইজতেমায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

ইজতেমায় আসিবার সময় প্রত্যেক খোদ্দাম ও আতফাল যেন স্ব স্ব বিছনাপত্র ও খাওয়ার পানির গ্লাস এবং কাগজ কলম সাথে আনেন। উল্লেখযোগ্য যে ইজতেমায় প্লেট ও গ্লাসের বিকল্প ব্যবস্থা থাকিবে না। ইজতেমায় আসার সময় পথে অপরিচিত কাহারো নিকট হইতে কিছু খাবেন না এবং টাকা পয়সা সাবধানে রাখিবেন। ইজতেমার পুর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাস ভাবে দোয়ার আবেদন করিতেছি।

চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি

জরুরী এলান

আগামী ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮২ইং রোজ শনিবার দিনাজপুর জেলার ভাতগাঁওএ রংপুর দিনাজপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিস সমূহে প্রথম বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

জেলা দুইটির সকল স্থানীয় কায়েদ এবং খোদ্দাম ও আতফালকে ২২শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবারের সন্ধ্যার মধ্যে ভাতগাঁওএ উল্লেখিত ইজতেমায় উপস্থিত হতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এব্যাপারে আমরা সকলের নিকট থেকে সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

ইজতেমা পূর্ণরূপে কামিয়াব ও বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়া জারী রাখার জন্যও বিশেষভাবে আবেদন করছি।

অধ্যাপক রাজিবউদ্দিন আহমদ, বিভাগীয় কায়েদ, রাজশাহী বিভাগ

মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং (রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার) বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর পঞ্চম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলিগে খোদাতায়ালার ফজলে কামিয়াবীর সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ইজতেমায় বাংলাদেশের ৩২টি আনসারুল্লাহর মজলিস অংশ গ্রহণ করে। অংশ গ্রহণকারী আনসারুল্লাহর সংখ্যা ১৫০ হইতে অধিক ছিল। এছাড়া ঢাকা জমা'আতের অনেক খোদ্দাম এবং আতফালও এ ইজতেমায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

তিন দিন ব্যাপী ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ১৮ ডিসেম্বর জুম্মা ও আসর জমা করার পর কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইজতেমার উদ্বোধনী হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৮১ সনের আনসারুল্লাহ মারকযিয়া ইজতেমায় প্রদত্ত টেপরেকর্ডকৃত ভাষণ দিয়া আরম্ভ হয়।

তিন দিন ব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস হইতে আগত প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন তা'লীমী ও তরবীয়তী বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

ইজতেমার শেষ অধিবেশন রোজ রবিবার ২০শে ডিসেম্বর বিকালে মোহতার জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এই অধিবেশনে জনাব নাজেমে আলা বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ, মোহতারম ওবায়দুর রহমান ভূঁয়া সাহেব আনসারুল্লাহর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে জনাব সভাপতি সাহেব সমগ্র জামাতকে বিশেষতঃ আনসারুল্লাকে তা'লীম, তরবীয়ত ও তবলীগ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই মোবারক ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

—মাজাহারুল হক

আনসারুল্লাহর জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সকল মজলিসকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের মজলিসের মাসিক রিপোর্ট প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নতুন ফরম পূরণ করতঃ কেন্দ্রে পাঠান। প্রকাশ থাকে যে সকল মজলিসকে নতুন মাসিক রিপোর্ট ফরম ডাক যোগে পাঠান হইয়াছে।

জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ

সন্তান তওল্লোদ

২রা জানুয়ারী, ১৯৮২ইং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব শেখ আক্কেল আলী (অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার) সাহেবের ১ম পুত্র জনাব শেখ বশির আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক কন্যা দান করিয়াছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। নবাগত শিশুর স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং নেক ও খাদেমায়ে দ্বীন হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিরীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar